দৈনিক সংবাদ

তারিখ 09 NOV 1992
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৪

ঢাকায় কেন্দ্রীয় শিক্ষা বোর্ড স্থাপনের বিষয়টি পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে

।। নূরুন্ নবী ।। ঢাকা, কুমিল্লা, রাজশাহী ও যশোর এই ৪টি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডকে আঞ্চলিক বোর্ডে রূপান্তর করে ঢাকায় একটি কেন্দ্রীয় শিক্ষা বোর্ড স্থাপনের বিষয়টি সরকার এখন পরীক্ষা করে দেখছেন। কেন্দ্রীয় বোর্ড স্থাপিত হলে বর্তমানে স্বতন্ত্র বোর্ডগুলো কেন্দ্রীয় বোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীনে কাজ করবে। ১৯৮৪ সালে সামরিক সরকারের আমলে গঠিত এনাম কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতে সরকার এই পদক্ষেপ নিয়েছেন। ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় বোর্ড গঠনের বিষয়টি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে আইনের খসড়া প্রণয়নের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপনে (নং-শা-৪/১৩-২/৯২/২৭২ শিক্ষা তারিখ ২৭/৯/৯২) মাধ্যমে গঠিত এই কমিটির চেয়ারম্যান হচ্ছেন শিক্ষা সচিব। এছাড়া কমিটিতে আরো ৮ জন সদস্য রয়েছেন। তারা হচ্ছেন মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ৪টি বোর্ডের চেয়ারম্যানগণ, আইন ও বিচার মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিনিধি যার পদমর্যাদা যুগ্ম সচিবের নিচে নয় এবং যুগ্ম সচিব (সাধারণ) শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এ কমিটির কাজ হবে এনাম কমিটির রিপোর্টে প্রদত্ত সুপারিশের আলোকে ৪টি শিক্ষা বোর্ডকে আঞ্চলিক বোর্ডে রূপান্তর করার বিষয় বিবেচনা ও সুপারিশ প্রণয়ন, আঞ্চলিক বোর্ড গঠন করা হলে বোর্ডগুলোর কাজ সুষ্ঠু তদারকির জন্য একটি কেন্দ্রীয় বোর্ড গঠনের বিষয় বিবেচনা ও সুপারিশ প্রণয়ন, আঞ্চলিক ও কেন্দ্রীয় বোর্ড গঠন করা হলে বোর্ডসমূহের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আন্তঃবোর্ড বদলির বিধান শিক্ষাবোর্ড ঃ পৃঃ ৮ কঃ ৭

শিক্ষা বোর্ড ঃ ঢাকায় কেন্দ্রীয় শিক্ষা বোর্ড

(১ম পৃষ্ঠার পর) রাখার বিষয়ে সুপারিশ প্রণয়ন এবং বোর্ডসমূহ প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার জন্য আইনের খসড়া প্রণয়ন। এরশাদের সামরিক শাসনামলে ১৯৮৪ সালের জানুয়ারি মাসে গঠিত এনাম কমিশন তার 'রিপোর্ট অব দ্য মার্শাল ল' কমিটি অন অরগানাইজেশন সেট আপ ফেইজ-৩' যে এই কেন্দ্রীয় বোর্ড গঠনের সুপারিশ করে। এই রিপোর্টে ঢাকায় ৯৪ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়ে একটি কেন্দ্রীয় বোর্ড গঠনের সুপারিশ করা হয়। কেন্দ্রীয় বোর্ডের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে রয়েছেন ১ জন চেয়ারম্যান, ২ জন ডিরেক্টর, ২ জন এসিসট্যান্ট ডিরেক্টর, ১ জন একাউন্ট এবং অডিট অফিসার, ১ জন পাবলিক রিলেশন অফিসার, ১ জন প্রেস ম্যানেজার, ৫১ জন তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারী এবং ৩৫ জন চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী। সামরিক সরকারের আমলে গঠিত কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করায় ইতিমধ্যে বোর্ডগুলোর কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শিক্ষকদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা মনে করেন সামরিক সরকারের শিক্ষা সংকোচন নীতির আলোকে এনাম কমিটি এই সুপারিশ করেছে। এর ফলে প্রশাসনিক জটিলতা বাড়বে, সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য বোর্ডগুলোকে অপেক্ষা করতে হবে কেন্দ্রীয় বোর্ডের মতামতের জন্য। এতে বোর্ডগুলো তাদের স্বায়ত্তশাসন হারাবে। এবং প্রশাসন পরিণত হবে মাথাভারী প্রশাসনে। ফলে দুর্ভোগ বাড়বে পরীক্ষার্থী ও শিক্ষকদের। শিক্ষা বিভাগের সাথে জড়িত জনৈক দায়িত্বশীল কর্মকর্তা জানিয়েছেন, ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে দেশে যখন নতুন নতুন শিক্ষা বোর্ড স্থাপনের গণদাবি উঠছে, তখন ৪টি বোর্ডকে আঞ্চলিক বোর্ডে রূপান্তর করে প্রশাসনকে কেন্দ্রীভূত করলে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে নৈরাজ্যের সৃষ্টি হবে।